দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩০.৪.৪৬ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ১ ...

প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে টেকস্ট বুক বোর্ডের বক্তব্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ ২৪শে আগস্ট দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত স্কুল পাঠ্যবই নিয়ে তোষলকী কারবার শিরোনামের প্রতিবেদন সম্পর্কে তাদের বক্তব্য দিয়েছেন। এই বক্তব্যে বলা হয়, প্রতিবেদনের শিরোনামের সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় না। তোষলকী কারবার বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা বোধগম্য নয়। বই কম ছাপানো মানে তোষলকী কারবার নয়।

নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর বাংলা বই এখনও প্রণয়ন করাই হয়নি—প্রতিবেদনের এ বক্তব্য সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে গত বছরের শেষের দিকে বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছাপানোর জন্য প্রশাসক সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে বইটির সঠিক চাহিদা নিরূপিত না হওয়ায় সময় মত ছাপানো সম্ভব হয়নি।

নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইটি ঐচ্ছিক বিষয় হওয়ায় এর সঠিক চাহিদা নিরূপন করা এক দুরূহ ব্যাপার। কাজেই প্রথম পর্যায়ে ৫৫ হাজার কপি ছাপানো হয়েছে। বর্তমানে বইটির চাহিদা বেশী থাকায় সম্ভাবনা বিধায় আরও ৫৫ হাজার বই ছাপানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একই শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখার বস্ত্র পরিচ্ছদ, পারিবারিক জীবন, খাদ্য ও পুষ্টি এই তিনটি বিষয় নিয়ে একত্রে একটি বই ছাপানো হয়েছে। বইটিতে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়ে গেছে। এগুলো নিয়ে মোট তিন ফর্মার মত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। বইটির জন্য বোর্ডের দুই লাখ টাকা গচ্চা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বক্তব্যে আরও বলা হয়, চলতি শিক্ষা বছরের শুরু থেকেই বোর্ডের বিভিন্ন কাজে সমন্বয়ের অভাব ও অব্যবস্থাপনার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যটি বোধগম্য নয়।

প্রাথমিক স্তরের শ্রেণীগুলোর বই ছাপানোর বেলায়ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বলে প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে। এটিও সঠিক নয়। ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অংক বই ৪০ লাখ ছাপানো হয়েছে। আশা করা যায় যথা সময়েই এই পর্যায়ের সকল শ্রেণীর পাঠ্যবই ছাপানো ও বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে।

আমাদের বক্তব্য

আমাদের প্রতিবেদনে যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তা হল—শিক্ষা বর্ষের দীর্ঘ আট মাস শেষ হতে চললেও নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর বাংলা পাঠ্যবই প্রণয়নই হয়নি। এই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। বরঞ্চ এই অভিযোগ প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়ে তারা বলেছেন, বই নাকি গত বছরের শেষের দিকে প্রণয়ন হয়েছে—তবে ছাপা হয়নি। চলতি শিক্ষা বর্ষে এই বই প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নেই বলে আমাদের প্রতিবেদনে যে আশংকা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বোর্ড সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিষয়ে